গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন | ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা | জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ খ্রি.

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৬ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদা,ভাবগাম্ভীর্য ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে দেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে এ দিনটি উদ্‌যাপন করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম প্রতিষ্ঠানটির এ দিবস উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতায় নেতৃত্ব দেন।

এ দিন প্রত্যুষে জাতির জনকের বাসভবনের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে তাঁর মহান নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মহান স্বাধীনতার রূপকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এ অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের সকল পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

দিবসটি উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতার দ্বিতীয় পর্বে বিএইচবিএফসি'র পক্ষ থেকে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এ অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক মো. আমিন উদ্দিন নেতৃত্বে দেন। বিএইচবিএফসি'র সদর দফতর, ঢাকা, সাভার ও নারায়ণগঞ্জস্থ সাতটি জোনাল অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিএইচবিএফসি শাখা বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গমাতা পরিষদ এবং কর্মচারী ইউনিয়নও জাতির জনক এবং মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী লাখো শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কর্পোরেশনের অন্যান্য সকল জোনাল ও রিজিওনাল অফিসসমূহও আলাদাভাবে দিনটি উদযাপন করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

অমর ২১ ফেব্রুয়ারি আজ দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন উদ্‌যাপিত একটি দিন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস। বরাবরের ন্যায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে বিশ্বব্যপী এ দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এ দিনটি উদ্‌যাপন করে। এ দিন ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ নিজস্ব শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অতঃপর প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর প্রাঙ্গণে দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং বিএইচবিএফসি'র সদর দফতরে নিজস্ব ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে কর্পোরেশনের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন কর্মসূচীর নেতৃত্ব দেন বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক। এ সময় প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও সাভারস্থ জোনাল অফিস সমূহের পক্ষ থেকেও নিজস্ব শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনাসভা সদর দফতর কম্পাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষনীয় বক্তব্য রাখেন। আরও বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ড. দৌলতুন্নাহার খানম ও মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মো. আমিন উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণও দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা পরিষদ এবং কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও সভার আলোচনায় অংশ নেন।

ভাষার জন্য
জীবন বলি
দিয়েছে কেবল
বীর বাঙালি।
পূর্ব-পশ্চিম
সকলখানে
শ্রদ্ধেয় আজ
ভক্তিবানে।
আমার ভাইয়ের
এ রক্ত দান
অমর হোক;
জাগাক প্রাণ।

ভাষার বছর থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বর্তমান বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন-এর জন্ম ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের বছর। তদানীন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকারের House Building Finace Corporation Act 1952 (xviii of 1952) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির বুনিয়াদ তৈরি হয়। ১৯৫২ সালের ১৮এপ্রিল উক্ত আইন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৫২'র নভেম্বর এ আইন কার্যকর হয়।

শুরু থেকে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবহৃত মনোগ্রামগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১৯৭৪ সালেও ব্যবহৃত হয়েছে এ মনোগ্রামটি

১৯৭৬ সালের লেটার হেড-প্যাড-এ প্রাপ্ত মনোগ্রাম

১৯৭৭ সালে ব্যবহৃত মনোগ্রাম

১৯৮৮ সালে ব্যবহৃত মনোগ্রাম

১৯৮৯ : এ সময় মনোগ্রামটির বহিরাংশে একটি বৃত্ত কম ছিল

বর্তমানে ব্যবহৃত মনোগ্রাম

চলতি সংখ্যার শ্লোগান

কৃষি জমির বিকল্প নাই
উর্ধ্বমুখি আবাসন চাই।
আসুন আমরা গ্রুপ করি
উর্ধ্বমুখি আবাসন গড়ি।

বার্ষিক ক্রীড়া ও চিত্তবিনোদন অনুষ্ঠান

গত ৬ ফেব্রুয়ারি কর্পোরেশনের সদর দফতর ও ঢাকা,নারায়নগঞ্জ এবং সাভারস্থ সাতটি জোনাল অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া ও চিত্তবিনোদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গাজীপুর জেলায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাফারী পার্কে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক মো. জালাল উদ্দিন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে এ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় প্রধানঃ উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, জোনাল অফিস সমূহের জোনাল ম্যানেজারগণসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে নান্দনিক স্থাপনা, পরিকল্পিত উদ্যান ব্যবস্থাপনা ও বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম হিসেবে নয়ন ও হৃদয়াভিরাম এ সাফারী পার্ক। নগর জীবনের সীমাবদ্ধ গন্ডি এবং রুদ্ধশ্বাস ছকবদ্ধ জীবনের বাইরে এ পার্কে গিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলেই আনন্দ-উচ্ছলতায় দিনটি উপভোগ করেন। বৃহত্তর কর্পোরেশন পরিবারের শিশু, কিশোর, নারী-পুরুষের চঞ্চল পদভারে পার্কের প্রতিটি প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠে।

দিনটির পড়ন্ত বিকেলের সোনালী আলোয় আনুষ্ঠানিকতার শেষাংশে ভীষণ উপভোগ্য র‍্যাফেল-ড্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের অবিভাবক ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ ব্যক্তিবৃন্দ ড্র-তে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সবশেষে পর্ষদ চেয়ারম্যান উপস্থিত বিএইচবিএফসি পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে উপদেশমূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।

উন্মুক্ত প্রকৃতিতে কর্পোরেশনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন নির্বাহী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের উদ্দেশে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখছেন শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ (বাঁয়ে প্রথম)

ক্রীড়া ও চিত্তবিনোদন অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান মহোদয়ের বক্তব্য

পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে স্বাগত জানিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের উল্লেখযোগ্য দিক নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

'এই কর্পোরেশনের বৃহত্তর পরিবারের অন্যতম অভিভাবক হিসেবে আমি দাবী করে দু'একটি কথা আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলতে চাই।

প্রথমত ঃ কর্পোরেশনের আলোয় আমরা সকলেই আলোকিত। শুধু কর্মকর্তা-কর্মচারীগণই নন, তাঁদের গৃহিণীরাও এই আলোয় উদ্ভাসিত। বিশেষকরে, সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে গৃহিণীরাও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কর্পোরেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাদের নির্বাহী/এক্সিকিউটিভগণের গৃহিণীরা যদি যান, সেখানে কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়। অনেক সময় পরিচয় পর্বে বলা হয়, উনি কর্পোরেশনের জিএম সাহেবের স্ত্রী। তিনি অন্য কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জিএম এর স্ত্রীর মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা ভোগ করেন। তেমনি কর্পোরেশনের অর্জিত Profit এর আলোকে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বোনাস দেয়া হয়। Profit বেশি হলে বেশি বোনাস দেয়া ন্যায়সংগত। সেক্ষেত্রে গৃহিণীরাও এই বোনাস এর অংশীদার হন। কর্পোরেশনের সম্মান বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁদেরও সম্মান বৃদ্ধি পায়। একই সাথে আর্থিক সুবিধাও তাঁরা ভোগ করেন।

দ্বিতীয়তঃ আমার মতে মুষ্টিমেয় সংখ্যক নারী/মহিলারা দৃশ্যমানভাবে কর্মরত আছেন। কিন্তু পারিবারিক এবং সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে তাঁরা পরোভাবে সংযুক্ত আছেন। কারণ অধিকাংশ পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারী তাঁদের গৃহিণী/স্ত্রী দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকাংশেই প্রভাবিত হন। তাঁরা যেভাবে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন, তাঁদের স্বামীগণ/পুরুষ কর্মচারীরা সেইভাবে চলার চেষ্টা করেন।

আমি মনে করি, আমার কর্পোরেশনের সবাই সৎ ও মিতব্যয়ী। একথা সত্য যে, যে পরিবারের গৃহিণী/গৃহকর্ত্রী সৎ ও মিতব্যয়ী নন, তাঁর Counterpart অর্থাৎ স্বামীরা সৎ ও মিতব্যয়ী হতে পারেন না। সেজন্য আমাদের বৃহত্তর পরিবারের গৃহিণীদেরকে আমি এই অনুরোধ করবো যে, তাঁদের স্বামীরা যেন সবসময় সৎপথে থাকেন। বর্তমানে সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধি অভিযান/শুদ্ধাচার চালানো হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন- এর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে শুদ্ধাচার এর উপর এ পর্যন্ত ৪টি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এরূপ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপারে আরও প্রস্তাবনা রয়েছে।

শুদ্ধি অভিযান আমরা শুরু করেছি এই কারণে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য এবং অতি লোভের কারণে আমাদের দায়িত্ব পালনে ও কর্মকান্ড পরিচালনায় অনৈতিক তথা সততার ঘাটতি কোন কোন ক্ষেত্রে পরিলতি হচ্ছে। তাই প্রশিক্ষণ কোর্স-এ মূল্যবোধ রক্ষা এবং বিদ্যমান নিয়মাচার যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপলন করার জন্য বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

এখানে আমি মনে করি যে, আমরা যত নির্দেশনা দেই, তার কার্যকারিতা অবশ্যই আছে। কিন্তু এ কার্যকারিতার মধ্যে আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্ত্রীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের শত চেষ্টায় যতটুকু নির্দেশনা কার্যকর/ ফলপ্রসূ হবে, গৃহিণীদের একটি কথায়ই তা থেকে অনেক বেশি কার্যকর/ফলপ্রসূ হবে। তাই তাঁদের কাছেই এ ব্যাপারটি 'মনিটর' করার দায়িত্ব অর্পণ করলাম। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে মানুষ ভুলপথে পরিচালিত হতে পারে এবং তার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আমার প্রত্যাশা, তাঁরা তাঁদের Counterpart/স্বামীদেরকে সৎ ও সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।

এডিবি-বিএইচবিএফসি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর দু'সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল (বাঁ দিকে উপবিষ্ট) গত ১৫ মার্চ কর্পোরেশন সফর করে। সফরকালীন এডিবি প্রতিনিধিবৃন্দ বিএইচবিএফসি'র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সদর দফতরের পর্ষদ সভাকক্ষে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মহাব্যবস্থাপক অপারেশন এবং বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ সভায় কর্পোরেশনের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করেন। চেয়ারম্যান মহোদয় এ সভায় কর্পোরেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে অবগত করেন।

বৈঠকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তভাবে হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন-কে তুলে ধরা হয়।
এসময় বিএইচবিএফসি'র ঋণের ব্যাপক চাহিদা এবং এর বিপরীতে ঋণযোগ্য তহবিল স্বল্পতার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

এডিবি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে গৃহায়ণ খাত, এ খাতে সরকারী-বেসরকারী ঋণ সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়। দলটি সাম্প্রতিক সময়ে বিএইচবিএফসি'র বিভিন্ন হাউজিং প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করে। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এডিবি থেকে প্রকল্প সহায়তা গ্রহণে করনীয় সম্পর্কে প্রতিনিধিদলের নিকট থেকে তথ্য, উপায় ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তাঁরা এডিবি'র সহায়তাপুষ্ট এশীয় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প সম্পর্কে অবগত হন। সভায় এডিবি প্রতিনিধিদল কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম এবং লক্ষ ও উদ্দেশ্যের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে।

তালা উপজেলা সমিতির সভায় পর্ষদ চেয়ারমান

গত ৪ মার্চ ঢাকাস্থ তালা উপজেলা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর সুপ্রীম কোর্ট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ সমিতির উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম সদস্য। সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক সাংসদ ও মন্ত্রী দিদার বখ্‌ত, কবি কাজী রোজী এবং সমিতির সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সভায় উপজেলার উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং বিভিন্ন সমস্যা-বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

জনতা ব্যাংক রিটায়ার্ড এক্সিকিউটিভ্‌স ফোরামের সাধারণ সভা ও বার্ষিক বনভোজনে পর্ষদ চেয়ারম্যান

সভায় বক্তব্যরত শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ (সর্বডানে)

গত ১৮ মার্চ জনতা ব্যা'ংক রিটায়ার্ড এক্সিকিউটিভ্‌স ফোরাম-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা চিড়িয়াখার 'নিঝুম দ্বীপ' কম্পাউন্ডে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জনতা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, কর্পোরেশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হেলাল উদ্দিন এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। জনতা ব্যাংক লি. এর দু'জন সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঃ যথাক্রমে গোলাম মোস্তফা ও মো. এনামুল হক চৌধুরী (ফোরাম-এর মুখপাত্র) এবং ব্যাংকটির ভূতপূর্ব বহু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ফোরামের ২০১৭-২০১৮ পঞ্জিকাবর্ষের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বিনোদন অনুষ্ঠানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পিলো-পাসিং খেলায় প্রধান বিচারকের ভূমিকা পালন করেন। সবশেষে তিনি অনুষ্ঠানের র‍্যাফেল-ড্র-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ

গত ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন-এর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কাজে যোগদান করেন জনাব ওমর ফারুক। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একই দিনের এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে বিএইচবিএফসি-তে পদায়ন করা হয়। বিএইচবিএফসি-তে যোগদানের পূর্বে তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জনাব ওমর ফারুক ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। একই সালে তিনি অগ্রণী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেন। এ ব্যাংকে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি জনতা ব্যাংকে প্রায় সাড়ে চার বছর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ওমর ফারুক (ডান থেকে তৃতীয়)

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ফিল্ড-অফিস পরিদর্শন

গত ৫ মার্চ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক রিজিওনাল অফিস গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর পরিদর্শন করেন। মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহের ঋণ সেবা ও ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজের যথাযথ মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে তাঁর এ সফর অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি অফিস পরিদর্শনকালে মনিটরিং সেল-প্রধান ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুল আজিজ তাঁর সাথে ছিলেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোপালগঞ্জে পৌঁছে প্রথমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অফিস দু'টির ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং আদায় তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি অফিস দুটিকে অধিক পরিমানে ঋণ বিতরণের জন্য নির্দেশ দেন।

তিনি এসব অফিসের আওতাধীন এলাকায় ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে করনীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানেরও নির্দেশ দেন।

শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও কর্পোরেশনের পক্ষথেকে দরিদ্র ও অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বিগত শীত মৌসুমে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় গরীব ও দুঃস্থ শীতার্ত মানুষকে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করে বিএইচবিএফসি।

ডুমুরিয়া, খুলনা

গত ১৪ জানুয়ারি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার মাগুরখালী ইউনিয়নে ২০০ জন মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ করে স্থানীয় খুলনা জোনাল অফিস। এ অফিসের ব্যবস্থাপক মো. শহিদুজ্জামান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিমল সানা-কে সাথে নিয়ে দুঃস্থ নর-নারীদের হাতে এসব কম্বল তুলে দেন। এ সময় কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ডুমুরিয়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন - মো. শহীদুজ্জামান (বাঁ থেকে দ্বিতীয়)

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা

গত ১৩ জানুয়ারি উপজেলার বেন্নাকান্দা গ্রামের বন্দ কাটুয়ারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কর্পোরেশনের তরফ থেকে হতদরিদ্র ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ময়মনসিংহস্থ জোনাল অফিস এ শীতবস্ত্র বিতরণ করে। ময়মনসিংহ জোনাল অফিসের ব্যবস্থাপক জামিল আহমেদ দরিদ্রদের হাতে কম্বল তুলে দেন। এ সময় অফিসটির সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক বজলুর রহমান এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ

গত ১৩ জানুয়ারি ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কর্পোরেশনের ময়মনসিংহ জোনাল অফিস দরিদ্র ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে। উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোহা. আনিসুজ্জামান খান এবং অফিসটির জোনাল ম্যানেজার শীতার্তদের হাতে এ শীতবস্ত্র তুলে দেন। অফিসের বিভিন্নস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক মিনতী রানী শীল ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য ময়মনসিংহ অফিস গত ১১ জানুয়ারি নান্দাইল উপজেলায়ও শীতবস্ত্র বিতরণ করে।

কৃতি ফুটবলার ছাত্রীদের সংবর্ধনা

গত ১৩ জানুয়ারি ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এন্ড হাইস্কুল মাঠে উপজেলার কৃতি ফুটবলার ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। 'এ এফ সি অনুর্ব-১৪ টুর্ণামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় ঐ বিদ্যালয়ের হাইস্কুল শাখার ছাত্রীরা। বিএইচবিএফসি'র ময়মনসিংহ জোনাল অফিস ফুটবলারদের এ সংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করে। এ সময় এসব নারী ফুটবলারদের হাতে কর্পোরেশনের লোগোখচিত ক্রেষ্ট তুলে দেয়া হয়। উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোহা. আনিসুজ্জামান খান কর্পোরেশনের জোনাল ম্যানেজার জামিল আহমেদ ফুটবলারদের হাতে ক্রেষ্ট তুলে দেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর বিদায় সংবর্ধনা

বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক সম্প্রতি অবসরোত্তর ছুটি (পি.আর.এল)-তে গমন করেছেন। জনতা ব্যাংক লি. এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির পর মাত্র ২৫টি কর্মদিবস তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। গত ১০ মার্চ তাঁর নিয়মিত চাকুরীর বয়সসীমা শেষ হয়। এ দিন অপরাহ্নে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন তাঁকে আনুষ্ঠানিকি বিদায় জানায়।

কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত বিদায় সংবর্ধনায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ওমর ফারুক-এর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। একজন দক্ষ ব্যাংকার এবং প্রচারবিমুখ বিনয়ী মানুষ হিসেবে অল্পদিনেই তিনি কর্পোরেশনের সবস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হৃদয় জয় করে নেন মর্মে বক্তারা উল্লেখ করেন। ওমর ফারুক তাঁর বিদায়ী ভাষণে বিএইচবিএফসি'র সার্বিক মঙ্গলের লক্ষে সকলকে অন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহবান জানান। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিলগ্নে তাঁকে ফুলের তোড়া, উপহার সামগ্রী এবং কর্পোরেশনের লোগো খোচিত ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক ড.দৌলতুন্নাহার খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অপর মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. আমিন উদ্দিন, বিভাগীয় প্রধানগণ এবং সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

অবসরোত্তর ছুটিতে গমন

গত জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে বিভিন্ন অফিস থেকে অবসরোত্তর ছুটিতে গমনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ঃ

	নাম ও পদবী	অফিস	সর্বশেষ কর্মদিবস
	জনাব রবিউল হক অফিসার	জোন -৬ সাভার, ঢাকা	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
	জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম অফিস সহায়ক	জোনাল অফিস খুলনা	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
	মো. আফজাল হোসেন আকন্দ অফিস সহায়ক	জোনাল অফিস রাজশাহী	৩১ মার্চ ২০১৬ খ্রি.

মহাব্যবস্থাপক মো.আ.মান্নান-এর বিদায়

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি মহাব্যবস্থাপক মো.আ.মান্নান-এর অবসরোত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ড.দৌলতুন্নাহার খানম, মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মো. আমিন উদ্দিন, সদর দফতরের বিভাগীয় প্রধানগণ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ তাঁর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং স্মৃতিচারন করে বক্তব্য রাখেন। বিদায়ী ভাষণে জনাব মো. আ. মান্নান কর্মময় জীবন, বিশেষত বিএইচবিএফসি-তে তাঁর স্বল্পকালীন কাজের অভিজ্ঞতা ও সুখস্মৃতি রোমন্থন করেন। তিনি কর্পোরেশন এবং এ প্রতিষ্ঠানটির সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গল কামনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেয়া হয়।

পদোন্নতি

গত মার্চ মাসে কর্পোরেশনের মোট ১০৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এ পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষ সর্বমোট ১৮৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সাক্ষাৎকার শেষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের সভায় এতদসংক্রান্ত বিষয় অনুমোদনের পর পদোন্নতি প্রাপ্তদের তালিকা অফিস আদেশ আকারে প্রকাশ করা হয়। সুপারভাইজার ও ডাটা-এন্ট্রি-অপারেটর থেকে অফিসার পদে ৫০ জন কর্মচারী পদোন্নতি পান। অফিসার/সমমান থেকে সিনিয়র অফিসার/সমমান পদে ১৯ জন; সিনিয়র অফিসার/সমমান থেকে প্রিন্সিপাল অফিসার/সমমানের পদে ২৯ জন; প্রিন্সিপাল অফিসার/সমমান থেকে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার পদে ৭ জন এবং সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার থেকে সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদে ২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদোন্নতি পান।

অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

গত ২২ মার্চ বিএইচবিএফসি অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশনের এক সাধারণ সভায় ১৫ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। নিম্নোক্ত এ কমিটি পরবর্তীতে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবে।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	কমিটিতে নির্বাহী দায়িত্ব
১.	জনাব মো. বাদল নবীন করিম	সি. প্রিন্সিপাল অফিসার	আহ্বায়ক
২.	জনাব এটিএম খুরশীদ আলম	অফিসার	সাংগঠনিক সম্পাদক
৩.	জনাব মো. তাজল হক	সিনিয়র অফিসার	কোষাধ্যক্ষ
৪	জনাব মো. শহীদুল ইসলাম	প্রিন্সিপাল অফিসার	সদস্য
৫.	জনাব মো. শাখাওয়াত হোসেন	প্রিন্সিপাল অফিসার	সদস্য
৬.	জনাব মো. নূরুল হক	সিনিয়র অফিসার	সদস্য
৭.	জনাব মো. নিজাম উদ্দীন	সি. প্রিন্সিপাল অফিসার	সদস্য
৮.	জনাব মো. আনিসুল হক ভূইয়া	প্রিন্সিপাল অফিসার	সদস্য
৯.	জনাব মো. আব্দুর রউফ	সিনিয়র অফিসার	সদস্য
১০.	জনাব মো. ইসমাইল	অফিসার	সদস্য
১১.	জনাব মো. রকিব দোজা আকন্দ	প্রিন্সিপাল অফিসার	সদস্য
১২.	জনাব মো. শাখাওয়াত হোসেন	সিনিয়র অফিসার	সদস্য
১৩.	জনাব মো. রফিকুল ইসলাম	অফিসার	সদস্য
১৪.	জনাব মো. আক্তারুজ্জামান	অফিসার	সদস্য
১৫.	জনাব মো. তারেক ইমতিয়াজ খান	প্রোগ্রামার	সদস্য সচিব

আইন কর্মকর্তাদের 'বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স'

গত ২৭ থেকে ৩১ মার্চ কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ৫ দিন ব্যাপী এক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে-এ কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড.দৌলতুন্নাহার খানম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় মহাব্যবস্থাপক মো. আমিন উদ্দিন এবং পিএইচআরডি ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট'র উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জাম হোসেনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি আইন অফিসার হতে প্রিন্সিপাল অফিসার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৫ জনসহ মোট ২৩ জন আইন কর্মকর্তা-এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। পর্ষদ চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিএম (অপারেশন)সহ কর্পোরেশনের মোট ১৮ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষক হিসেবে এ কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

গত ৩১ মার্চ কোর্সটির সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পর্ষদ চেয়ারম্যান এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এরপর তিনি এ প্রশিক্ষণ থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জন মূল্যায়নমূলক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করেন। এ পর্যায়ে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের সকলকে দক্ষতা, যোগ্যতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হয়ে ওঠার জন্য আহবান জানান। প্রসঙ্গক্রমে, তিনি সকলকে ন্যায়-নিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্ববান কর্মকর্তা হয়ে ওঠার এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করারও আহবান জানান। সবশেষে তিনি কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর হাতে সনদপত্র তুলে দেন। এসময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে ড.দৌলতুন্নাহার খানম

গত ১৩ মার্চ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (অতিরিক্ত) দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড.দৌলতুন্নাহার খানম। নিয়মিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক গত ১০ মার্চ অবসরোত্তর ছুটিতে গমন করায় এ পদটি শূন্য হয় । উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে গত ১ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি অনুরূপ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ড. দৌলতুন্নাহার খানম প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এর অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের এ দায়িত্ব পালন করছেন।

ড. দৌলতুন্নাহার খানমের জন্ম ১৯৫৯ সালে কিশোরগঞ্জস্থ জেলার সদর উপজেলার নিউ টাউন মহাল্লায়। তিনি গত ১৯৮১ সালে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ১৯৯০ সালে পিএইচডি ডিগ্রী গ্রহণ করেন। ব্যাংকার হিসেবে চাকুরী শুরু১৯৮৪সালে; বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে। ১৯৯৫ সালে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে বিএইচবিএফসি-তে যোগদানের পর থেকে এ যাবৎ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন।

অর্থবছর ২০১৫-২০১৬ ঃ নয় মাসের চালচিত্র

চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৯মাস ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। তহবিল স্বল্পতার কারণে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। তবে আদায় এবং স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। মুনাফা অর্জনে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও জুন মাস নাগাদ তা গত বছরের অর্জনকে ছাড়িয়ে যাবে মর্মে আশা করা যায়। প্রধান কয়েকটি সূচকে তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

সূচক	জুলাই-মার্চ২০১৪-২০১৫	জুলাই-মার্চ ২০১৫-২০১৬
ঋণ মঞ্জুর	২৫৯.১৫	২১৫.৬৭
ঋণ বিতরণ	২১০.২৫	১৮১.১১
ঋণ আদায়	৩৩৪.৮৩	৩৬৬.৪১
মুনাফা অর্জন	১৩৯.৭৩	১৩৮.৪৮
ঋণের স্থিতি	৩০১০.৪৬	৩০২২.০০

নবনির্মিত রাজশাহী জোনাল অফিস ভবন

সম্পাদক মন্ডলী ঃ ড. দৌলতুন্নাহার খানম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net
Web : www.bhbfc.gov.bd